মানব নামক দানবের কান্ড!!

জেদ্দা বাংলা স্কুলের **চেয়ারম্যান এর কান্ড**! শিরোনামের একটি সংবাদ **স্পর্শক** ওয়েব ম্যাগাজিনে পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। জনৈকা লেখিকা সিউলী রহমান যার লোম হর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। যা মুখে বলা কঠিন। লিখতে গেলেও কলমে বাঁধে। সাংবাদিক বা কলামিষ্ট হিসেবে আমার এ লেখা নয়। একজন সচেতন অভিভাবক হিসেবে আমার মন্তব্য।

জনাবা সিউলী রহমান তার লেখায় যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন-
অভিনন্দন, চেয়ারম্যান আবদুর রউফ, চেয়ারম্যান ভি মিসেস মজুমদার (ভাইস প্রিন্সিপাল), জেদ্দা গভর্ণর অফিসের 'এডিআর সেকশান' এর রায়, স্খলিত চরিত্র, একাকী, হঠাৎ সন্ধ্যায়, দিগম্বর হয়ে, প্রমোদের আহ্বান, অপমানিত, বিকৃত নখর আচর, বরখাস্ত, সন্ত্রাসী তৎপরতা, কোর্ট থেকে কম্পেসেশান এর নির্দেশ, জেদ্দা কনসুলেটর অসহযোগিতা, মানসিক অসুস্থতা, ন্যায্য বিচার এদেশের কানুনে পেয়েছে।

উপরোক্ত শব্দ সম্বলিত সংবাদটি কেমন জঘন্য ও ট্রেজেডিপুর্ণ হতে পারে। তা সচেতন মহলের বুঝতে কষ্ট হয়নি। প্রভুর প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে। হালাল হারাম যারা বিচার করে চলে, তাদেরকে বলছি-একটি শকুন যখন মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তখনও শকুন পাখা দিয়ে ঢেকে ঢেকে আহার করে। মানুষের চেহারায় শকুন বেহায়া চরিত্রের লম্পট চেয়ারম্যান এর কার্যকলাপগুলোর নিন্দা জানানোর ভাষা ও ভুলে গেছি। ধিক্কার দিচ্ছি এমন বিকৃত চরিত্রের লোকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

লেখিকা সিউলী রহমান আপনাকে রক্তিম শুভেচ্ছা আপনার সাহসীকতার জন্যে। আপনি যে সত্য প্রকাশে অটল তা আপনার লেখায় স্পষ্ট। এটি একটি পারিবারিক কাহিনী নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। যেটি পবিত্র স্থান, আমাদের সন্তানদের মেধা বিকাশের স্থান। আর সেখানেই এমন একটি কান্ড!! জেদ্দা কন্স্যুল সেকশানের নীরব ভূমিকাও আমাকে পীড়া দিয়েছে। তাদের আচরণে আবারও প্রমানিত হলো তারা বিশেষ শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যেই এখানে এসেছেন। এবং তাই করছেন।

সেখান থেকে বঞ্চিত হয়ে মিসেস মজুমদার সৌদি কোর্টের আশ্রয় নেয। এখানাকার বিচার ব্যবস্থা আমাদের দেশের মতো নহে। তাইতো মিসেস মজুমদার একমাত্র সততা ও মনের জোরে এগিয়ে গেছেন এবং বিচারের রায়টি নিজের পক্ষে পেয়েছেন। আর প্রবল প্রতাপশালী মিঃ রউফ হেরে গিয়ে এখনও গোপনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। এতো দেখছি পুরুষ নামেরই কলংক। এমন কাপুরুষগুলোই প্রবাসের স্কুলগুলোর এমন পবিত্র চেয়ারটিকে অপবিত্র করে চলেছে।

চরিত্রবান মিসেস মজুমদারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকলো। শুভেচ্ছা **স্পর্শক** ওয়েব ম্যাগাজিনের সম্পাদকের প্রতিও। এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে খল নায়েক চেয়ারম্যান নয় চেখারমেন আবদুল রউফ এর মুখোশ খুলে দেবার জন্যে। এরাই সর্বত্র আমাদের সমাজ সংস্কৃতিকে দিনে দিনে অসুস্থ করে তুলছে। আসুন সবাই মিলে এমন শ্রেণীর লোকদের ঘৃনা করি!! প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

সৌদি কোর্টের রায়ের প্রতি কতটুকু সম্মান জানিয়েছে সেই কাপুরুষ লম্পট চেয়ারম্যান রউফ আমি জানিনা। তবে এ নামটির প্রতি আমার প্রবল ঘৃনা জন্মেছে। আমি মনে করি জেদ্দা বাঙালি কমিউনিটির সবাকেই সে কলংকিত করেছে। কলংকিত করেছে জেদ্দার বাঙালিদের একমাত্র অবলম্বন স্কুলটিকে। তাই ঘৃনা করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। চেয়ারম্যান পদবীর মানব নামের দানবটির প্রতি আমি একমুঠো ঘৃনা ছুড়ে মারলাম।

ধন্যবাদ সহ-

সাইফ উদ্দিন আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক,
ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক ফোরাম, রিয়াদ
বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম, রিয়াদ
১৭ফেব্রুয়ারী ২০০৫ইং

E-mail: saifuddinahmed_2004@yahoo.com